কর্ণফুলীর বারো মাস

সম্পাদকের স্মৃতিকথা

চোখের নিমেষে কিভাবে যে আট হাজার সাতশত একষট্টি ঘন্টার সমন্বয়ে ৩৬৫ দিন কেটে গেল টের পাইনি। মনে হয় গত পরশু কর্ণফুলীর জন্ম জটিলতা নিয়ে কারো সাথে ফোনে কথা বলেছি। কিন্তু ঘড়ির কাঁটাতে ঝুলে থাকা গভীর ও ভারী স্মৃতিগুলো আটকে রাখতে পারেনি সময়ের গতিকে। সুচনা লগ্নে কে লিখবে, কি লিখবে, লেখা কিভাবে পাঠাবে, প্রাপ্ত লেখাগুলোর বাচ-বিচার কিভাবে করা হবে, কি ফরমেটে লেখাগুলো আন্তর্জালে ভাসানো হবে, কারা পড়বে, আদৌ পড়বে কিনা, নানা চিন্তায় কর্ণফুলী পরিবারের সদস্যদের কারো চোখ নিশিনিদ্রায় ঢুলে পড়তে সাহস পায়নি। কঠিন আকাঙ্খা ও শ্রম যেকারো অবচেতন মনে সুগভীর রেখাপাত ফেলে থাকে, সম্ভবত মানব সম্প্রদায়ের এটাই স্বভাবজাত অভ্যেস। যার ফলে কর্ণফুলীর জন্মদিনটি এখনো আমাদের কাছে তরতাজা 'গতকাল' বলেই মনে হয়।

ভুমিষ্ট দিন থেকে নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধায় বেড়ে উঠেছে আমাদের শিশু কর্ণফুলী, যেমন করে সাড়ে চৌদ্দ কোটি জনঅধ্যুষিত ভুখন্ডের লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানগুলো দিনের পর দিন নিষ্ঠুর বাস্তবতার সাথে লড়াই করে বেড়ে উঠছে। পাঁচ হালি বয়সী ভরাযৌবন অথচ কঙ্কালসার দরীদ্র মায়ের কাঁখে পুষ্টিহীন শিশুটির মত প্রবাসে বাংলার মরুভুমিতে আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। রোদ ঝলসানো আঙ্গুর ও আখরোটের মত শুকিয়ে যাওয়া স্তন থেকে শুভ্র স্রোতধারার আকাঙ্খায় প্রতিনিয়ত হাজারো বুভুক্ষ নবজাতক হাত পা ছুঁড়ে বিলাপ করে বাংলা মায়ের কোলে। আমরাও বিলাপ করেছি এই নিষ্ঠুর পরবাসে, তবে নির্লোভ ও নিঃস্বার্থে। পরবাসে বাংলা ভাষাকে নিয়মিত চর্চা করে ধরে রাখার জন্যেই মূলতঃ আমরা বিলাপ করছি। ধু-ধু মরুভুমীতে আমাদের অবস্থান অনেকটা মরুদ্যানের মতো। মরিচীকার পেছনে দুর দিগন্ত থেকে ছুটে আসা ক্লান্ত পথিকরা মরুদ্যানে দু'দণ্ড বিশ্রাম নেবে, নিজ আঁজলে শীতল জল তুলে চৌচির বুকের তৃষ্ণা মেটাবে, এই ছিল আমাদের কামনা। আর সেই উদ্দেশ্যে অষ্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষী লেখক-লেখিকাদেরকে আমাদের মরুদ্যানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সাড়া পেয়েছি আশাতীত। বাংলাদেশ ও পশ্চিবঙ্গের বিভিন্নাঞ্চল সহ পৃথিবীর নানা দেশ থেকে অনেকেই লিখেছেন গত এক বছরে আমাদের কর্ণফুলীতে। তাদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বঙ্গভুমি থেকে বাইরে যারা বসবাস করেন, ঘর ছাড়া বাইরে যাদের প্রতিনিয়ত পরভাষাতে কথা বলতে হয়, সে সকল দেশের বাংলা লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের শীর নত হয়ে আসে। কারণ দেশের বাইরে এসে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে তারা যে দু'কলম 'বাংলা' আমাদের পাঠকদের জন্যে লিখছেন তা ঢের। কার কি এতো ঠেকা, নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে। আমরা অতি বিনয়ের সাথে স্বীকার করি যে, কর্ণফুলী এমন কোন পত্রিকা নয় যেখানে কেউ লিখে ধন্য হবে, আর তাই আমরা টোকা দিয়েছি প্রায় সকলের দ্বারে, অন্তত যার হাতে দু কলম বাংলা লেখা আসে। আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে প্রবাসী লেখকরা আমাদেরকে সত্যি ঋণের রজ্জুতে কঠিনভাবে বেঁধে ফেলেছেন। আমরা মনে করি লেখকরাই আমাদের সম্পদ, তারা না লিখলে এতোদিনে হয়তবা মরুদ্যান নিজেই শুকিয়ে মরুভুমি হয়ে যেত, খরস্রোতা কর্ণফুলীর বুকে চর পড়ে যেত অনেক আগে।

প্রবাসী বঙ্গভাষী কমিউনিটিতে কর্ণফুলী এ অবধি অহংকার করার মতো তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি বলে আমরা মনে করি। তবুও কিছু গুণগ্রাহী অতি আগ্রহ নিয়ে বলে থাকেন যে আমাদের লেখক-লেখিকাদের সত্যভাষী সাহসের অন্ত নেই, যা গত এক বছরে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। কর্ণফুলী কখনো কোন মিথ্যা বা অসুন্দরের সাথে আপোষ করেনি। কাউকে নিছক তোষামদি করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলে ধরেনি, আবার কাউকে অন্যায়ভাবে উপস্থাপনও করেনি। তার প্রমান আমরা ইতিমধ্যে দিয়েছি 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়ার' বিবাদমান অবস্থান নিয়ে। যখন কয়েকটি পত্রিকা অনর্গল মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে এ সংগঠনকে বিতর্কিত করছিল তখন একমাত্র কর্ণফুলী তার সততা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সংগঠনটির পাশে। আজ সে সকল পত্রিকা ও রেডিওগুলো উক্ত এসোসিয়েশনকে স্বীকৃতি দিয়ে কর্ণফুলীর সৎ ও নিষ্ঠাবান নীতিকেই মূলত মেনে নিয়েছেন দেখে আমরা

সত্যি গর্বিত ও আনন্দিত। কর্ণফুলীর অহংকার করার মত কিছু না থাকলেও অন্তত সাধুবাদ অর্জন করার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দু'একটা কর্ম লৌহপাতে খোদিত করার কৃতিত্ব দাবী করে। যার একটি হলো 'পদক সান্তনা' এবং আরেকটি 'রেডিও যন্ত্রনা'।

সিডনীতে গত কয়েক বছর ধরে তথাকথিত 'পদক' এর মড়ক লেগেছিল। পদকের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়েছে অনেকে। সেই পদক বিষয়ে কর্ণফুলীর একটি প্রতিবাদী প্রতিবেদন পাঠকদেরকে আকৃষ্ঠ ও মুগ্ধ করেছে জেনে আমরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছি। সিডনীতে ভবিষ্যতে কোন সংগঠন বা একক ব্যক্তিত্ব 'পদক' প্রদানের ব্যাপারে এখন থেকে আরও অনেক বেশী যত্নশীল হবে বলেই আমাদের ধারনা। অতীতে 'অমুক বছরের পদক' বলে যারা সিডনীতে বিভিন্ন নিরীহ বাঙ্গালীর গলায় 'পদক' ঝুলিয়েছিলেন, তারা ঐ পদকের ফি-বছরের ধারাবাহিকতা রাখতে আর পদক দিতে সহজে আগ্রহী হবেনা বলে অনেকে মনে করেন। হাট-বাজার থেকে তাবিজের ঠোসার মত মেডেল কিনে এনে যত্রতত্র যাকে তাকে 'পদক' প্রদানের চীর সমাধী হয়েছে বলে অগনিত পাঠক কর্ণফুলীকে তখন সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

কর্ণফুলীর জন্মের আগে সিডনীতে বাংলা কমিউনিটি রেডিও শ্রোতারা অনেকেই তাদের অধিকার বিষয়ে অবগত ছিলেন না। 'শ্রোতার অধিকার' বা 'শ্রোতা সচেতনতা' শব্দগুলো ছিল প্রায় অজানা। যার ফলে সিডনীর কয়েকটি বাংলা রেডিও নিরীহ শ্রোতাদের উপর তাদের দুর্দমনীয় স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছিল। কোন ব্যক্তি বিশেষের পারিবারিক জীবন, এমনকি ইমিগ্রেশন বিষয়ে কোন ব্যক্তির দুর্বলতা সহ এ সকল ছোট ছোট রেডিও ষ্টেশানগুলো প্রকাশ্যে [অন এয়ারে] নানা রকম অসহনীয় আক্রমনে জর্জরিত করেছিল প্রচুর নিরীহ বাংলাদেশীকে। রেডিও পঙ্কিলতা বিষয়ে কর্ণফুলীর কঠিন হাতে কলম তুলে নেয়াকে কমিউনিটি সাধুবাদ জানিয়েছে। কোন বাংলা রেডিও চ্যানেল এখন কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করার সাহস দেখাতে পারছেনা, উপরে কর্ণফুলী'র খড়গ ঝুলে আছে জেনে সকলেই এখন শান্ত। প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে কর্ণফুলী এ সামান্য অবদানটুকু রাখতে পেরে সত্যি গর্বিত। শত শত নির্যাতিত ও নিরীহ রেডিও শ্রোতাদের আশির্বাদ আজ আমাদের পাথেয়, আমাদের উৎসাহ।

কল্পনাতীত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে বাংলাদেশীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা কর্ণফুলী প্রকাশনার আগে জানার কোন উপায় ছিলনা। সুদুর ব্রাজিল, ইকুয়েডর, জ্যামাইকা, কিউবা থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয়ান ও মাইক্রোনেশিয়ান দ্বীপ তাহিতী, সামোয়া ও ফিনিক্স দ্বীপ সহ আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্য এশিয়ার প্রচুর দেশে বাংলাভাষীরা ছড়িয়ে আছে। জ্যোতির্বিদরা নানা গবেষনায় যেমন করে সুদুর গ্রহ নক্ষত্রগুলোতে প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন ঠিক তেমনি করে দিনের শেষে পরিসংখ্যান তালিকা অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ সকল দেশগুলোতে আমরা বাংলাভাষীদের অবস্থান টের পেয়ে থাকি। বিদগ্ধ এ সকল পাঠককে কর্ণফুলী পরিবারের অবিচ্ছিন্ন সদস্য মনে করে সত্যি আমরা গর্বিত।

প্রবাসে দেশী রাজনীতি করার নামে অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশে বাংলাদেশীদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে যে নোংরামী ও উচ্ছৃঙ্খলতা চর্চা হচ্ছে তা থেকে কর্ণফুলী বরাবরই নিরাপদ দুরুত্ব বজায় রেখেছে। কঠিন এই নীতিগত কারণে গত এক বছরে পাঠকরা কখনো কোন বন্ধু পরিষদ, আব্বালীগ অথবা বাজা দলের প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং চিরকুট-সংবাদ দেখতে পাননি কর্ণফুলীতে। ভবিষ্যতেও তা দেখা যাবেনা, আমরা সর্বদা একই নীতিতে অটল থাকবো বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমরা কর্ণফুলীর মাধ্যমে পাঠকদেরকে সর্বদা মৌলিক লেখা উপহার দিতে চেষ্টা করেছি। অন্যান্য ওয়েবসাইট বা অনলাইন পত্রিকার মত 'ইধারকা মাল উধার' করে দুরদেশের অখ্যাত বা অজানা কোন বাংলা অনলাইন পত্রিকা থেকে ঘোষনাবিহীন প্রতিবেদন, গল্প বা সংবাদ এনে পাঠকদেরকে ঠকাইনি। লেখক, পাঠক সকলের সহযোগীতা ও আশির্বাদে আমাদের কর্ণফুলী ভবিষ্যতেও একই গতিতে প্রবাহমান থাকবে বলে আমরা আশা করি। কর্ণফুলীর বর্ষপূর্তিতে যারা ইমেইল ও ফোনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং আমাদের পথ চলায় যারা সাথী হিসেবে ছিলেন তারা সহ সকল কর্ণফুলী শুভানুধায়ীর জন্য রইলো আমাদের প্রাণঢালা শুভাশীষ।